দৈনিক জনকণ্ঠ

12

তারিখ 09 JUN 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি (ভোকেশনাল) টেক্সটাইল শিক্ষাক্রম

বস্ত্র দফতর নিয়ন্ত্রিত ২৭টি টেক্সটাইল স্কুল গ্রামীণ বেকার যুবগোষ্ঠীর পেশাভিত্তিক কর্মসংস্থানের সবচেয়ে প্রাচীন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৩০ সালের মধ্যে তদানীন্তন বঙ্গ সরকার কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব প্রতিষ্ঠান শিল্প অধিদফতরের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে ১৯৭৮ সালে বস্ত্র দফতরের নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই বস্ত্র প্রযুক্তির ওপর প্রাথমিক পর্যায়ের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ প্রকৃতির হয়ে এলাকায় বেকার যুবগোষ্ঠীর চাহিদা মতো প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানগুলোর

ফরিদুর রহমান নিছরু

নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। যেমন ১৮টি ভ্রাম্যমাণ বয়ন বিদ্যালয়ে বস্ত্র বুনন, ৪টি ছোবড়া বয়ন পার্টিতে ছোবড়া বুননের ওপর, পশম প্রদর্শক দলে উলের ওপর এবং বয়ন স্কুলে বুনন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করা হতো। ১৯৯৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই পাঠ্যসূচীর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে পাঠ্যক্রম ও প্রবিধানকে যুগোপযোগী করে ট্রেড ভিত্তিক বা বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। এতে প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে উইভিং, ডাইং, প্রিন্টিং, নিটিং ও গার্মেন্টস বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুই পর্বে বিভক্ত এই কোর্সটি ডিসেম্বর ১৯৯৫-এ শেষ হয়েছে। এই কোর্সকেই আরও উন্নত করে, সরকারের যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থাকে টেক্সটাইল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রচলনের জন্য বস্ত্র দফতর এসএসসি (ভোকেশনাল) টেক্সটাইল নামে দুই বছরের কোর্স কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে জানুয়ারি ১৯৯৬ থেকে টেক্সটাইল স্কুলগুলোতে চালু করেছে। টেক্সটাইল স্কুলগুলো টেক্সটাইল প্রযুক্তি বিষয়ে কারগরি শিক্ষা প্রদান করে আসছে বহুদিন থেকেই। বর্তমানে দেশে এবং বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শিক্ষা প্রচলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ১৯৯৪-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) নামে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট কোর্স দেশের কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে চালু করেছে।

এসএসসি (ভোকেশনাল) টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য হলো—

(ক) শিক্ষা ও চাকরি উভয় ক্ষেত্রেই কারিগরী শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করা।

(খ) দেশের টেক্সটাইল শিল্পের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

(গ) প্রায় শতাব্দীর প্রাচীন টেক্সটাইল স্কুলগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং যুগোপযোগী হিসাবে গড়ে তোলা।

(ঘ) কারিগরি ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সমাজে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা।

এই শিক্ষাক্রমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৪০টি করে আসন রয়েছে। অর্থাৎ দুই বছর মেয়াদি এই কোর্সে নবম শ্রেণীতে ৪০ জন এবং দশম শ্রেণীতে ৪০ জন করে ছাত্র/ছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। সারা দেশে এসএসসি (ভোকেশনাল) টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমের আসন সংখ্যা হবে সর্বমোট ৪০×২৭=১০৮০টি। উক্ত শিক্ষাক্রমে মোট পাঁচটি ট্রেড থাকবে। ট্রেডগুলো হচ্ছে— স্পিনিং, উইভিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং, নিটিং এবং ড্রেস মেকিং। ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণ বিষয়সহ যে কোন একটি ট্রেড বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে। এই শিক্ষাক্রমের সনদপত্রের মান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড হতে দেয়-এসএসসি (বিজ্ঞান) সমমানের হবে। এই সনদপত্র নিয়ে যে কোন কলেজে এইচএসসিতে ভর্তি হতে পারবে।

এছাড়া এসএসসি (ভোকেশনাল) টেক্সটাইল সনদপত্র ধারীদের ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। উক্ত কোর্সে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আসন সংখ্যার ৫০% অর্থাৎ ২০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে মেধা অনুযায়ী মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। নবম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষার ফল অনুযায়ী একই হারে দশম শ্রেণীতে বৃত্তি দেয়া হবে।

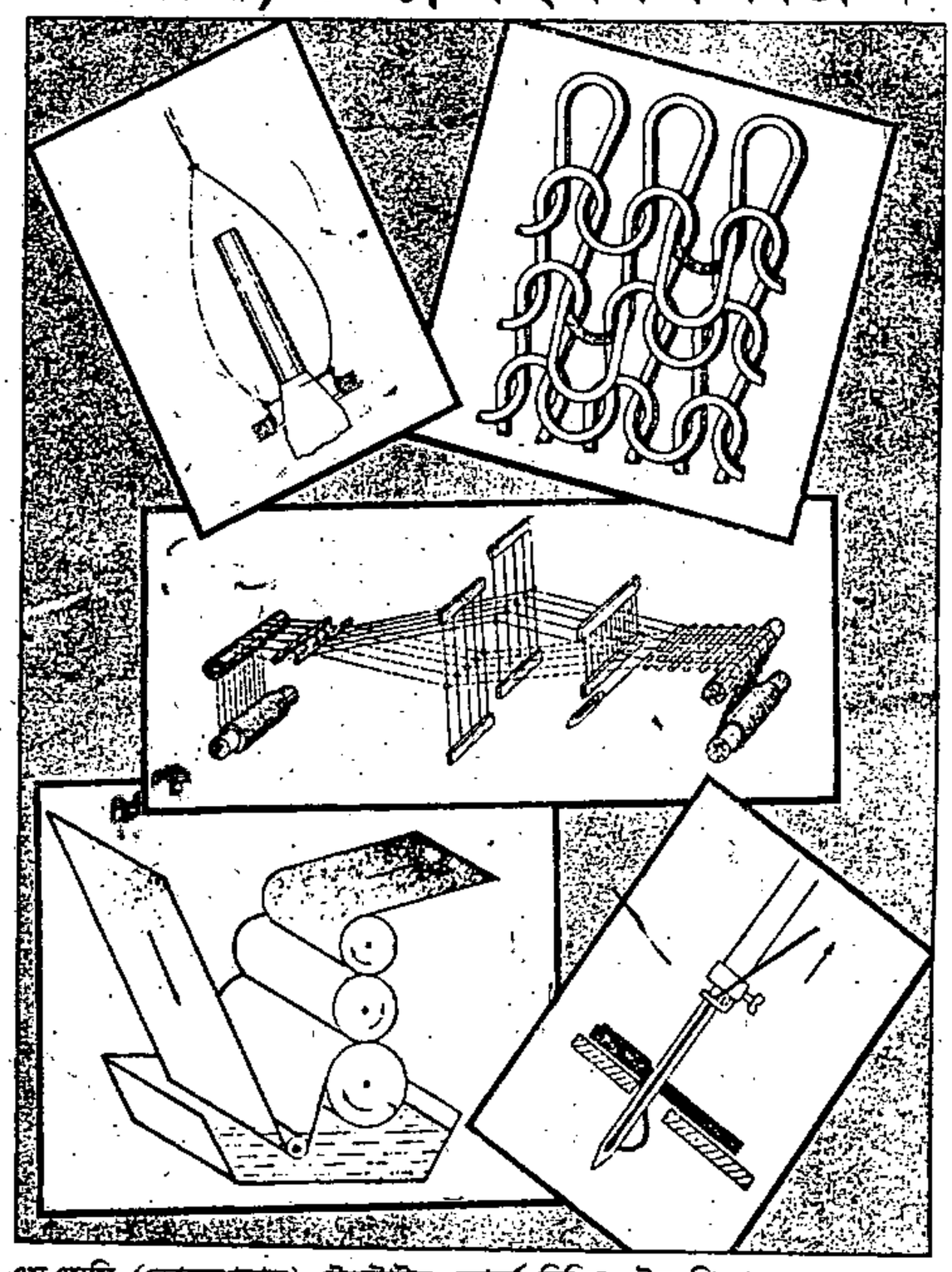

এসএসসি (ভোকেশনাল) টেক্সটাইল কোর্সে বিভিন্ন ট্রেড শিক্ষা দেয়া হয়

এসএসসি (ভোকেশনাল) টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমে ভর্তির নিয়ম

(ক) এই কোর্সে ভর্তি হতে আগ্রহী প্রার্থীকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে সরবরাহকৃত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। ভর্তির আবেদনপত্র যে টেক্সটাইল স্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সেই স্কুল থেকে নগদ ৫০/- টাকার বিনিময়ে পাওয়া যাবে।

(খ) এই শিক্ষাক্রমে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী বা তার সমমানের পরীক্ষায় পাস। আবেদনকারীকে ৮ম শ্রেণী পাসের প্রমাণ হিসাবে নম্বরপত্র অথবা অগ্রগতিপত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা পত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(গ) ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের বয়স বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে অনুর্ধ ১৮ বছর হতে হবে।

(ঘ) আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার নম্বর বিন্যাস— বাংলা-৫০, ইংরেজী-৫০, গণিত-৫০, কায়িক প্রবণতা-৫০, মোট-২০০ নম্বর। ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মেধার ভিত্তিতে ভর্তির জন্য প্রার্থী বাছাই করা হবে।

(ঙ) ভর্তি পরীক্ষায় তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রশ্নপত্র অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এবং ভোকেশনাল টেক্সটাইল শিক্ষায় আগ্রহ মূল্যায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হবে। পরীক্ষার সময়কাল হবে ৯০ মিনিট এবং প্রশ্নপত্র রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় ধরনের হবে। কায়িক প্রবণতা (এ্যাপটিচুড) পরীক্ষা পৃথকভাবে দিতে হবে।